বলাকার ছন্দ

4th Sem Beng Hons.
A.S

'বলাকা'য় যে গতিতত্ত্বকে কাব্যরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — সেই গতিতত্ত্বই কবিতার ছন্দেও গতি বা প্রবহমানতা রচনা করেছে। কবিতাগুলিতে পঙ্ক্তিগুলি চরণগঠনে নিয়মিত নয়; যেন গতির অবাধ আনন্দে চরণ থেকে স্বেচ্ছাবিমুক্ত। কোথাও চরণগুলি স্বাধীন হয়েছে, আবার কোথাও পরবর্তী চরণের কোন পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থের কোলাহল সৃষ্টি করেছে। পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তিতে বাধাহীন ভাবের প্রবহমানতা বিশিষ্ট অসম দৈর্ঘ্যের পংক্তিসজ্জায় সজ্জিত অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত এক নতুন ধরনের ছন্দ, — যা মুক্তিপিয়াসী গতিবাদের জন্যে ব্যবহৃত হল, তা হল মুক্তক ছন্দ।

জীবনে গতির বিরাম নেই। পটে আঁকা ছবি, রেখার বন্ধন থেকে পেতে চায় মুক্তি, পর্বত চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হয়ে সচলতা, তরুশ্রেণী পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়। সবই যেন কোন অদৃশ্যের আমন্ত্রণে ছুটে চলেছে উদ্দাম উধাও হয়ে। এই উদ্দাম গতির অচেতন অবারণ চলার লীলাচাঞ্চল্য 'বলাকা'র কবিতার মধ্যে, পংক্তিতে পংক্তিতে সঞ্চারিত।

কিন্তু তাই বলে 'বলাকা'য় সংকলিত সব কবিতাই (৪৫টি) মুক্তক ছন্দে রচিত নয়। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ সংখ্যক কবিতাগুলি আদৌ মুক্তক নয়, চার মাত্রার স্বরবৃত্তে রচিত এবং সুসংগঠিত, সুনিয়মিত স্তবক বন্ধনে সজ্জিত। 'বলাকা'র ১ সংখ্যক কবিতা,

ওরে নবীন | ওরে আমার | কাঁচা — ৪+৪+২
ওরে সবুজ | ওরে অবুঝ | — ৪+৪
আধমরাদের | ঘা মেরে তুই | বাঁচা। — ৪+৪+২

চার মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে গঠিত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে, যেগুলির পংক্তি প্রসারণের মাত্রা দুই থেকে ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এমনকি আঠার পর্যন্ত। এতে অন্তের অনুবন্ধে সজ্জিত এবং সর্ববিধি নিয়ম বন্ধন থেকে মুক্ত — একথা বলা যায় না, পদ্যের প্রয়োজনীয় রীতি বা নিয়মগুলি মানা হচ্ছে, মাত্রা গণনারীতি যথাযথ অনুসৃত হয়েছে, এই কবিতাগুলিই মুক্তক কলাবৃত্ত রীতিতে দেখালাম।

তোমার চিকন ৬ মাত্রা
চিকুরের ছায়াখানি / বিশ্ব হতে যদি মিলাইত ৮+১০ মাত্রা
তবে / ২ মাত্রা
একদিন কবে / ৬ মাত্রা
চঞ্চল পবনে লীলায়িত ১০ মাত্রা
মর্মর মুখর ছায়া / মাধবী বনের ৮+৬ মাত্রা
হত স্বপনের। ৬ মাত্রা

'বলাকা'য় মুক্তক কবিতা দু-রকমের। একটি অক্ষরবৃত্ত রীতিতে, অন্যটি স্বরবৃত্তে রচিত। 'বলাকা'য় অক্ষরবৃত্ত মুক্তকের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য সর্বাধিক, মুক্তকের বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে মুক্তকে পংক্তিগুলি দৈর্ঘ্যে পরস্পর সমান নয়, এবং দৈর্ঘ্য অনিয়মিত ও অসম। ভাব কোন একটি পংক্তিতে আবদ্ধ না থেকে প্রবাহিত অসম পংক্তিতে প্রবাহিত হয়ে স্বচ্ছন্দভাবে নিজের ধরনে বিকাশলাভ করেছে। পংক্তির প্রান্তে মিত্রাক্ষরের বেশ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। যদিও এখানে ভাবের প্রবহমানতা আছে, কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর নয়, বরং রবীন্দ্রনাথ ভাবের প্রবহমানতার সঙ্গে পংক্তি প্রান্তে মিলকেই যোগ করেছেন। যেমন 'হীরামুক্তা মানিক্যের ঘটা / যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা' / — এখানে ভাব শেষ হয়নি, কিন্তু পংক্তিমিল লক্ষণীয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে দেখা যায়,

পূর্ণ বিরতিস্থলে পৌঁছবার আগেই ভাবের অনুরোধে একাধিক অল্পবিরতিতে থামতে পারা যায়, কিন্তু তা অক্ষুণ্ণ দীর্ঘায়িত অমিত্রাক্ষর পড়তে পড়তে আমাদের একটা ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, যদিও সনেটের পয়ারের দৃঢ় নিয়ম বন্ধন থেকে মধুসূদনই প্রথম বাংলা ছন্দকে মুক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন — অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ছন্দোমুক্তির এই প্রচেষ্টাই ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে — 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের গদ্যছন্দ রীতির মধ্য দিয়ে, বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তির সাধনায় এককোটিতে আছে অমিত্রাক্ষর আর অন্যকোটিতে গদ্যকবিতা, মাঝামাঝি যে পর্যায়টি — তা হল 'গৈরিশ ছন্দ' এবং 'মুক্তক ছন্দ', গৈরিশে অমিত্রাক্ষরের চেয়ে কিছু বেশী স্বাধীনতা পাওয়া গেছে, তেমনি মুক্তকেও গৈরিশের চেয়ে আর কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হল, একটু বেশী।

অমিত্রাক্ষরে পূর্ণ বিরতিতে পৌঁছতে ভাবের অনুরোধে একাধিকবার থামতে হয়, গৈরিশে প্রতি পংক্তির শেষে বিরতি থাকাতে যতি এলেও থামে পংক্তিশেষে — বিরতি থাকাতে ক্লান্তিকর অবস্থার অবকাশ থাকে না, কিন্তু প্রতি পংক্তির আদিতে স্রোতবশতঃ চরণান্তিক দেখা দেয় হয়, এতে এক একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়। মুক্তকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশের এই দুটি অসুবিধা নেই। পংক্তিগুলি ছোট বড় আকারের হওয়ায় তার এক স্বচ্ছন্দ গতি। মুক্তকেও স্বভাবত কিছু নিয়মের বন্ধন থাকে এবং তা অস্বীকার্য নয়। তবে কেউ যদি মনে করে এই ছন্দ মুক্তবন্ধ হলেও আসলে ছেড়ে — 'কোন ছন্দের পক্ষেই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়,' বিশ্বপ্রকৃতি যেমন নিয়মে বাঁধা, তেমনি সৌন্দর্যও নিয়মের বন্ধনে, তার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, *

* সেই জন্য মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দেরও একটা বন্ধন আছে। ছন্দের বন্ধনকে অতিক্রম করলে ছন্দ আর ছন্দই থাকেনা, যতি + মাত্রার বন্ধনহীন রচনা তো পদ্য হতে পারেনা, তাই মুক্তির মধ্যেও বন্ধন স্বীকার্য এবং মুক্তবন্ধ ছন্দ এত জনপ্রিয়।